গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
পরিকল্পনা-১ শাখা
www.rdcd.gov.bd

...

সভাপতি	স্বপন ভট্টাচার্য্য প্রতিমন্ত্রী
সভার তারিখ	১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ খ্রি
সভার সময়	সকাল ১১.০০ ঘটিকা
স্থান	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-ক

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন ২০২০-২১ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের জানুয়ারি, ২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা গত ১৭ ফেব্রয়ারি, ২০২১ খ্রি: তারিখে এ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব মহোদয় Zoom-অ্যাপ-এ সভায় অংশগ্রহণ করেন এবং দপ্তর/সংস্থার অধিকাংশ প্রধানগণসহ সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকগণ সশরীরে সভায় অংশগ্রহণ করেন।

২.০ উপস্থাপনাঃ

সভাপতি মহোদয় সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি শুরুতেই পরম করুনাময়ের নিকট সচিব মহোদয়ের দ্রুত সুস্থতা ও আরোগ্যলাভ কামনা করেন। সভাপতি মহোদয় আরও বলেন যে, দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এ বিভাগের সকল উন্নয়ন প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন সম্ভব হলে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন হবে। এ লক্ষ্যে তিনি সকল প্রকল্প দ্রুত ও সুষ্ঠু বাস্তবায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং ২০২০-২১ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। সচিব মহোদয় তাঁর অসুস্থতার সময় যেসকল কর্মকর্তাগণ তাঁর খোজ খবর নিয়েছেন তাঁদের সকলের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং এর আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থা/প্রকল্পসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট দ্রুত সুস্থতার জন্য দোয়া কামনা করেন। তিনি আরও বলেন যে, অনেক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হয়। এজন্য আন্তরিকতার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে কাজ করার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

৩.০ আলোচনাঃ

সভায় গত ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রি: তারিখে অনুষ্ঠিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) পর্যালোচনা সভার জারীকৃত কার্যবিবরণীর ওপর কোন সংশোধনী না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

৩.১ অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) সভাকে অবহিত করেন যে, ২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)'তে অন্তর্ভুক্ত ২৫টি অনুমোদিত (জিওবি অর্থায়নে বিনিয়োগ প্রকল্প) প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দের পরিমাণ ১৪১৮৮৫.০০ লক্ষ (জিওবিঃ ১৪১৮৮৫.০০ লক্ষ ও প্রকল্প সাহায্যঃ ০.০০ লক্ষ) টাকা।

অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) জানান যে, অর্থ বিভাগের গত ২৮ অক্টোবর, ২০২০ খ্রি: তারিখে স্মারক নং-০৭.০০.০০০০.১১২.৯৯.০০২.১৯-১২৩ মূলে জারিকৃত ২০২০-২১ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে অর্থ ছাড়/ব্যয়ের পরিকল্পনা সংক্রান্ত আদেশ অনুযায়ী মন্ত্রণালয়/বিভাগের মোট এডিপি বরাদ্দের জিওবি অংশের (নতুন প্রকল্পের জন্য সংরক্ষিত থোক ব্যতীত) ২৫ শতাংশ সংরক্ষিত রেখে অনূর্ধ ৭৫ শতাংশ ব্যয়ের ব্যবস্থা করা যাবে। সে মোতাবেক চলতি অর্থ বছরের এডিপিতে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ২৫টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট ১৪১৮৮৫.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি) বরাদ্দের ৭৫ শতাংশ হিসেবে অর্থ বিভাগ কর্তৃক মোট ১০৬৪১৩.৭৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ের জন্য অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

প্রকল্পসমূহের অনুকূলে জানুয়ারি, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ৭০৮৯৮.৯৫ লক্ষ (জিওবি: ৭০৮৯৮.৯৫ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্য: ০.০০ লক্ষ) টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ৪৫৫৩২.১৭ লক্ষ (জিওবিঃ ৪৫৫৩২.১৭ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্যঃ ০.০০ লক্ষ) টাকা। অর্থ বিভাগের সর্বশেষ অর্থ ছাড়/ব্যয়ের পরিকল্পনা মোতাবেক নির্ধারিত মোট ১০৬৪১৩.৭৪ লক্ষ টাকার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৪২.৭৯%। জাতীয় গড় অগ্রগতি ২৮.৪৫%।

অতঃপর প্রকল্পভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং গত সভার সিদ্ধান্তের অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করা হয়।

৪.০ প্রকল্পভিত্তিক সভার আলোচনা ও সর্বসম্মতভাবে গৃহীত সিদ্ধান্ত নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগঃ			

	আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প (৪র্থ সংশোধিত) (বাস্তবায়ন এলাকা:-দেশের ৮টি বিভাগের ৬৪টি জেলার ৪৯০ টি উপজেলা)	প্রকল্প পরিচালক, আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প (৪র্থ সংশোধিত) জানান যে, প্রকল্পটি মোট ৭৮৮৫২৭.০৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০০৯ হতে জুন, ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট ১০২৫৫০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। অর্থ বিভাগের সর্বশেষ অর্থ ছাড়/ব্যয়ের পরিকল্পনায় আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৭৭৯২৩.৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে। জানুয়ারি, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ৫৮৪৪২.৮২ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ৩৭৬৪৯.৩৯ লক্ষ টাকা, যা অর্থ বিভাগ কর্তক নির্ধারিত ব্যয় সীমার ৪৮.৩২%। সভায় নিম্নরূপভাবে জানুয়ারি, ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়: ক) সুবিধাভোগী নির্বাচন: লক্ষ্যমাত্রা ইতোমধ্যে অর্জিত হয়েছে। তারপরও চলতি বছরে অতিরিক্ত অর্জন ২,২৬,২৫৩ জন এবং ক্রমপুঞ্জিত অর্জন (৫৪.৬০ লক্ষ জনের বিপরীতে) ৫৬.৮১ লক্ষ জন। খ) গ্রাম সমিতি গঠন : লক্ষ্যমাত্রা (১,২০,০০০টি) ইতোমধ্যে অর্জিত হয়েছে। তারপরও চলতি বছরে অতিরিক্ত ৭৫টি সমিতি গঠিত হয়েছে এবং ক্রমপুঞ্জিত অর্জন ১,২০,৬৭৫ টি। গ) সঞ্চয় আদায়: ২০২০-২১ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা ২০০০০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে আদায় ১২০২৪.৭৪ লক্ষ টাকা, অগ্রগতির হার ৬০.১২% এবং মোট লক্ষ্যমাত্রা ২৪৩৩৮৮.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ক্রমপুঞ্জিত আদায় ২০২৩৩৮.০৬ লক্ষ টাকা, অগ্রগতির হার ৮২.৫১%। ঘ) কল্যাণ অনুদান বিতরণ: ২০২০-২১ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ১২২০০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে অর্থ বিতরণ করা হয় ৫২০০.০০ লক্ষ টাকা, অগ্রগতির হার ৪২.৬২% এবং মোট লক্ষ্যমাত্রা ২০০০০০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ক্রমপুঞ্জিত বিতরণ ১৭৯৬৯৬.০০ লক্ষ টাকা, অগ্রগতির হার ৯০%। ঙ) সমিতির ঘূর্ণায়মান তহবিল বিতরণ: ২০২০-২১ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ১৭৩২৫.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে অর্থ বিতরণ করা হয় ৬০২৫.০০ লক্ষ টাকা, অগ্রগতির হার ৩৪.৭৮% এবং মোট লক্ষ্যমাত্রা ৩২০০০০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ক্রমপুঞ্জিত বিতরণ ২৯৬৫৮৬.২৭ লক্ষ টাকা, অগ্রগতির হার ৯৩%। চ) সমিতির মোট তহবিল গঠন: ২০২০-২১ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ৫৮১২৫.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে অর্জন ৩৬৫৯৬.৫০ লক্ষ টাকা, অগ্রগতির হার৬২.৯৬% এবং মোট লক্ষ্যমাত্রা ৭৬৩৩৮৮.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ক্রমপুঞ্জিত অর্জন ৭১৬৩২০.১৫ লক্ষ টাকা, অগ্রগতির হার ৯৪%। ছ) উপকারভোগীদের দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা ৫০,০০০ জনের বিপরীতে ৬৯৬০ জনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। মোট লক্ষ্যমাত্রা ৪৭৪০০০ জনের বিপরীতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ২,৬৮,৬৭০ জন, অগ্রগতির হার ৫৬.৬৮%। জ) ঋণ বিতরণ: ২০২০-২১ অর্থ বছরের ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ১০০০০০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে বিতরণ ৭০৩০৪.২৭ লক্ষ টাকা, অগ্রগতির হার ৭০.৩০% এবং মোট লক্ষ্যমাত্রা ১০০০০০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ক্রমপুঞ্জিত অর্জন ১০৬৪২২২.১৮ লক্ষ টাকা। ঝ) ঋণ গ্রহণকারীর সংখ্যা : ২০২০-২১ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা ১০.০০ লক্ষ জনের বিপরীতে ঋণ গ্রহণকারীর সংখ্যা ৪.৭২ লক্ষ জন, অগ্রগতির হার ৪৭.২০% এবং মোট লক্ষ্যমাত্রা ৫৪.৬০ লক্ষ জনের বিপরীতে ক্রমপুঞ্জিত ঋণ গ্রহণকারীর সংখ্যা ৫৯.৭৫ লক্ষ জন। ঞ) পারিবারিক বলয়ে গড়ে উঠা জীবিকা ভিত্তিক আয়বর্ধক প্রকৃত খামার সংখ্যা: ২০২০-২১ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা ৮.৪৪ লক্ষ টির বিপরীতে অর্জন ৩.৮২ লক্ষ টি, অগ্রগতির হার ৪৫.২৭% এবং মোট লক্ষ্যমাত্রা ৩২.৬০ লক্ষ টির বিপরীতে ক্রমপুঞ্জিত খামার সংখ্যা ৩১.৭৫ লক্ষ টি, অগ্রগতির হার ৯৭.৩৯%। ট) ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ(এসএমই) বিতরণ: ২০২০-২১ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা ১৫২৩৫.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে বিতরণ করা হয়েছে ৫৩০০.০০ লক্ষ টাকা, অগ্রগতির হার ৩৪.৭৯%। মোট ক্রমপুঞ্জিত লক্ষ্যমাত্রা ৩৯৭৩৫.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ২৯৮০০.০০ লক্ষ টাকা,অগ্রগতির হার ৭৫%। ২) প্রকল্পের মেয়াদ শেষে প্রকল্পের জনবলসহ অন্যান্য সবকিছু পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকে স্থানান্তরের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) বলেন যে, প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৯২%, এ অর্থ বছরের বাস্তব অগ্রগতি ৮%। তিনি চলতি অর্থ বছরের বাস্তব অগ্রগতি কম হওয়ার কারণ জানতে চাইলে সভায় জানানো হয় যে, লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে গ্রাম সমিতি গঠন, সঞ্চয় আদায়, ঋণ বিতরণ, ঘূর্ণায়মান তহবিল বিতরণ ও তহবিল গঠন সম্ভব হয়েছে। অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত ব্যয় সীমার (৭৫% অনুযায়ী) আলোকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় কাজ না হওয়ায় বাস্তব অগ্রগতি কম হয়েছে। শতভাগ বরাদ্দ পাওয়া গেলে বাস্তব অগ্রগতি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অর্জন করা সম্ভব হবে মর্মে সভাকে অবহিত করা হয়। আলোচনার এ পর্যায়ে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে অবহিত করেন যে, অর্থ বিভাগের সর্বশেষ ব্যয় সীমা সংক্রান্ত পরিপত্র অনুযায়ী চলতি অর্থ বছরে অর্থাৎ জুন, ২০২১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্পসমূহের অনুকূলে বরাদ্দকৃত শতভাগ অর্থ ছাড় করা যাবে। এ বিষয়ে উন্নয়ন শাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং প্রকল্প পরিচালক-কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। প্রকল্পের আওতায় উপকারভোগীদের দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখার বিষয়ে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	১) ২০২০-২১ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তব কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। ২) প্রকল্পের আওতায় উপকারভোগীদের দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। বাস্তবায়নে: প্রকল্প পরিচালক। ৩) জুন, ২০২১ এ প্রকল্পটি সমাপ্ত হবে বিধায় প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থের শতভাগ অবমুক্তকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বাস্তবায়নে: উন্নয়ন শাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং প্রকল্প পরিচালক।
2.	**সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি-৩য় পর্যায় (সিভিডিপি-৩) প্রকল্প** (বাস্তবায়ন এলাকা:- দেশের ৮টি বিভাগের ৬৪টি জেলার ১৬২টি উপজেলায় প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান। বিস্তারিত: সংলগ্নী-১)	প্রকল্প পরিচালক, সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি)-৩য় পর্যায় জানান যে, প্রকল্পটি মোট ৩০১০৫.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট ৫০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। অর্থ বিভাগের সর্বশেষ অর্থ ছাড়/ব্যয়ের পরিকল্পনায় আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৩৭৫০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে। জানুয়ারি, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ১৮৭৪.৯৯ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ১০৭৪.৯৯ লক্ষ টাকা, যা অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত ব্যয় সীমার ২৮.৬৬%। প্রকল্পের আওতায় ২০২০-২১ অর্থ বছরে জানুয়ারি /২০২১ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপঃ ১। ক) সমিতি গঠন: সমিতি গঠনের লক্ষ্যমাত্রা ১,৬৯৩টি'র বিপরীতে অর্জন ৪২২টি। খ) সদস্য অন্তর্ভুক্তি ২,০০,০০০ জনের বিপরীতে অর্জন ২৮,১১৮ জন। গ) প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ১,৭১,০৩৮ জনের বিপরীতে অর্জন ৫১,৮০৪ জন। ২) স্বাস্থ্য বিধি মেনে প্রশিক্ষণ কাজ অব্যাহত রয়েছে। ৩) স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকল্প সংশোধনের কাজ চলমান রয়েছে। ৪) প্রশিক্ষণের ৫ কোটি টাকা খরচ না করে আরও ৯ কোটি টাকা কেন অর্থ ছাড় করা হলো এ বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রয়োজন। ১৮৭৪.৯৯ লক্ষ টাকা খরচের ব্যয় বিবরণী ০৮.০২.২০২১ তারিখের স্মারকে এ বিভাগে পাওয়া গেছে। তবে জানুয়ারি/২০২১ পর্যন্ত অর্থ বিভাগের নির্ধারিত ফরমেটে ব্যয় বিবরণী ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পাওয়া যায়নি। প্রকল্প পরিচালক জানান প্রথম ও দ্বিতীয় কিস্তিতে প্রশিক্ষণ খাতে সর্বমোট ৫৭৬.৯১ লক্ষ টাকা ছাড় করা হয়েছে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অতিরিক্ত সচিব(পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) বলেন যে, প্রকল্পের উপ প্রকল্প পরিচালকগণ যখন প্রকল্প পরিচালকের নিকট প্রশিক্ষনের তালিকা অনুমোদনের জন্য পাঠান তখন অনুমোদনে তা বিলম্ব হয়। এ কারণে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে বিলম্ব হয়। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের বিষয়ে তিনি গুরুত্বারোপ করেন। প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ভেন্যু ঠিক করা আছে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সভাপতি মহোদয় জুন, ২০২১ মাসের মধ্যে সকল প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করার বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন। ব্যর্থতায় প্রকল্প পরিচালক প্রয়োজনীয় ব্যাখা দিবেন। স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকল্প সংশোধনের পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। স্বাস্থ্যবিধি মেনে প্রশিক্ষণ কাজ চলমান রাখার বিষয়ে সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন।	১) ২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। ২) প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে গতিশীলতা বাড়াতে হবে। জুন, ২০২১ মাসের মধ্যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে ৩) অর্থ বিভাগের নির্ধারিত ফরমেটে প্রত্যেক মাসের খরচ বিবরণী পরবর্তি মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে। ৪) স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকল্প সংশোধনে বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। বাস্তবায়নেঃ প্রকল্প পরিচালক।
বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বাপার্ড):			

৩.	**বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স (বর্তমানে বাপার্ড) কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ এর সম্প্রসারণ, সংস্কার ও আধুনিকায়ন (২য় সংশোধিত) প্রকল্প** (বাস্তবায়ন এলাকা:-গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া উপজেলা)	প্রকল্পটি মোট ৩৪৪৭৩.৫৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মার্চ, ২০১০ হতে জুন, ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট ২৪৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। অর্থ বিভাগের সর্বশেষ অর্থ ছাড়/ব্যয়ের পরিকল্পনায় আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে মোট ২৪৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে। জানুয়ারি, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে কোন অর্থ অবমুক্ত হয়নি। সভায় নিম্নরূপভাবে জানুয়ারি, ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়: প্রকল্পের আওতায় একাডেমিক ভবন, ১০০%, ২। ২নং হোস্টেল ভবন: ১০০%, ৩। অফিসার্স কোয়ার্টার্স: ৮৪%, ৪। স্টাফ কোয়ার্টার্স: ৮২%, ৫। মাটি ভরাট: ৯৯%, কৃষি, মৎস্য, হ্যাচারী সেড ৪৫%, ৭। বাউন্ডারি ওয়াল: ৫৫%, পোল্ট্রি সেড ১০০%, ৮। অভ্যন্তরীণ রাস্তা: ৯০%, প্রোডাকশন টিউবওয়েল: ১০০, শহিদ মিনার ও করিডোর: ৮০%, আউটডোর ইলেক্ট্রিফিকেশন ৭৫% এবং অন্যান্য মেরামত ৯৯%। ২) সম্পূর্ণ কাজ শেষ করেই সামনের প্রাচীর, সামনের গেট, সামনের রাস্তাসহ ভবন দু'টি উদ্বোধনের প্রক্রিয়া শুরু করা হবে। ৩) বাপার্ডের মূল ফটকে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি স্থাপনে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক ৩টি প্রতিকৃতি হতে ১টি প্রতিকৃতি নির্বাচন করা হয়েছে। ৪) স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তাবিত বঙ্গবন্ধুর বাণী মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক চূড়ান্ত করা হয়েছে। ৫) মেইনগেটের উপর বাপার্ডের বাংলা লেখার নিচে ইংরেজীতেও বাপার্ড এর পূর্ণাঙ্গ নাম লেখার জন্য স্থাপত্য অধিদপ্তরকে জানানো হয়েছে। সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটির অনুকূলে ১৫৫৫.০০ লক্ষ টাকা থোক বরাদ্দ পাওয়া গেছে। মহাপরিচালক, বাপার্ড জানান যে, ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান ওয়াহিদ কনসট্রাকশন ফেব্রুয়ারি, ২০২১ এর মধ্যে কাজ সম্পন্ন করবে মর্মে জানিয়েছিল। ওয়াহিদ কনসট্রাকশন ৩ বছরে বাউন্ডারীওয়াল এর ৪৫% কাজ করেছে এবং অভ্যন্তরীণ রাস্তা'র ৫৫% কাজ করেছে। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান এর কাজ খুবই ধীরগতির। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান নিয়োগ দিয়েছে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর। কাজের গতি বৃদ্ধির বিষয়ে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলীকে পত্র দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে সচিব মহোদয়ও প্রধান প্রকৌশলী'র সাথে কথা বলেছেন। মহাপরিচালক আরও জানান যে, ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কাজ নিয়েছে পিডব্লিউডি ২০১৪ এর রেট সিডিউল অনুযায়ী। এখন ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান পিডব্লিউডি ২০১৮ রেট সিডিউল অনুযায়ী কাজ পরিবর্তন করার চেষ্টা করছে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) কাজের গতি বৃদ্ধির বিষয়ে প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি-কে পত্র দেয়ার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। সভাপতি মহোদয় এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণের জন্য মহাপরিচালক, বাপার্ড-কে নির্দেশনা প্রদান করেন। সভাপতি মহোদয় ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের কাজের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতি ৭দিন পর পর মন্ত্রণালয়ে, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে, প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি-কে এবং জেলা প্রশাসক বরাবরে প্রেরণ করার জন্য মহাপরিচালক, বাপার্ড-কে নির্দেশনা প্রদান করেন।	১) ২০২০-২১ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তব কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। ২) ওয়াহিদ কনস্ট্রাকশনের কাজের গতি বৃদ্ধির বিষয়ে প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি কে পত্র দেয়ার নিমিত্ত পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। ৩) ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের কাজের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্র ৭দিন পর পর মন্ত্রণালয়ে, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে, প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি এবং জেলা প্রশাসক, গোপালগঞ্জ বরাবরে প্রেরণ করতে হবে। বাস্তবায়নেঃ মহাপরিচালক, বাপার্ড ও প্রকল্প পরিচালক।
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি):			
৪.	**উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচী (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)** (বাস্তবায়ন এলাকা: সংলগ্নী-২)	সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ১৩১৪৭.৫৮ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এপ্রিল, ২০১৪ হতে জুন, ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট ১৫৯.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। অর্থ বিভাগের সর্বশেষ অর্থ ছাড়/ব্যয়ের পরিকল্পনায় আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে মোট ১৫৯.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে। জানুয়ারি, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে কোন অর্থ অবমুক্ত হয়নি। সভায় নিম্নরূপভাবে জানুয়ারি, ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়: ১) ক) সমিতি/দল গঠনঃ লক্ষ্যমাত্রা ৫৫ টির বিপরীতেঅর্জন ১৩ টি। খ) সদস্যভুক্তিঃ লক্ষ্যমাত্রা ২২৬৭ জনের বিপরীতে অর্জন ৩৮৬ জন। গ) মূলধন গঠনঃ লক্ষ্যমাত্রা ২০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে অর্জন ১০.২৫ লক্ষ টাকা। ঙ) ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ৯০০.০০ লক্ষ টাকা এর বিপরীতে বিতরণ করা হয়েছে ৯০০.০০ লক্ষ টাকা। (ছ) ক্রমপুঞ্জিত ঋণ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ৯০০.০০ লক্ষ টাকা এবং এর বিপরীতে আদায় করা হয়েছে ৮০৯.৮৯ লক্ষ টাকা। ২) প্রকল্পের আওতায় বকেয়া ঋণ আদায় কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ৩) ডিসপ্লে কাম সেলস সেন্টার নির্মান এর লক্ষ্যে টেন্ডার কার্যক্রম ফেব্রয়ারী, ২০২১ এর মধ্যে সম্পন্ন করা হবে। প্রকল্পের আওতায় ২২২৪.৬৯ লক্ষ টাকা থোক বরাদ্দ পাওয়া গেছে। সভাপতি মহোদয় প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত সমুদয় অর্থ জুন, ২০২১ এর মধ্যে ব্যয় করা যাবে কিনা তা জানতে চান। এ বিষয়ে মহাপরিচালক, বিআরডিবি জানান যে, কনস্ট্রাকশন খাতে ৯ কোটি টাকা ব্যতীত অবশিষ্ট অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হবে। মহাপরিচালক, বিআরডিবি সভাকে জানান যে, আলোচ্য প্রকল্পে ১৪০ জন দক্ষ প্রশিক্ষক রয়েছেন। তিনি প্রকল্প মেয়াদ শেষে তাদেরকে এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/প্রকল্পে কাজ করার সুযোগদানের বিষয়ে প্রস্তাব করেন। প্রকল্প মেয়াদে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করার বিষয়ে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	১) প্রকল্প মেয়াদে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী শতভাগ বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। ২) ডিসপ্লে কাম সেলস সেন্টার নির্মাণের লক্ষ্যে টেন্ডার কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বিআরডিবি ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক
৫.	**অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৩য় পর্যায়** (বাস্তবায়ন এলাকা: সংলগ্নী-৩)	সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ২৩৬৩৩.৪৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট ৪০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। অর্থ বিভাগের সর্বশেষ অর্থ ছাড়/ব্যয়ের পরিকল্পনায় আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৩০০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে। জানুয়ারি, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ১৫০০.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ১৩৯৫.৩৬ লক্ষ টাকা, যা অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত ব্যয় সীমার ৪৬.৫১%। সভায় নিম্নরূপভাবে জানুয়ারি, ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়: ১. (ক) গ্রাম উন্নয়ন কমিটির মিটিং লক্ষ্যমাত্রা ৬৩১৮০ টির বিপরীতে অর্জন ৩৭৮২৫ টি। (খ) ইউনিয়ন কো-অর্ডিনেশন কমিটির লক্ষ্যমাত্রা ৫৫ টির বিপরীতে অর্জন৫৫ টি। (গ) ইউনিয়ন কো-অর্ডিনেশন কমিটির মিটিং লক্ষ্যমাত্রা ৭৮০০ টির বিপরীতে অর্জন ৩৬২৬টি। (ঘ) প্রশিক্ষণ প্রদান লক্ষ্যমাত্রা ৩৯৯০০ জনের বিপরীতে অর্জন ১৫১৮০ জন। (ঙ) ভিডিসি স্কীম লক্ষ্যমাত্রা ২৫৬৮ টির বিপরীতে অর্জন ১১৯৯ টি। ২) প্রকল্পের আওতায় মসজিদ-মন্দির নির্মাণ ও সংস্কার খাতে টাকা প্রদান না করার বিষয়ে ইতোমধ্যে নির্দেশনা প্রদানপূর্বক স্মারক নং-৪৭.৬২.০০০০.৯০৬.০৮১.১৬.৭৯৮. তারিখ: ০৩.০২.২০২১ খ্রি: মূলে মাঠ পর্যায়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। সভাপতি মহোদয় প্রকল্পের আওতায় বিদ্যমান ০১ দিনের প্রশিক্ষণের মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। পরীক্ষা নিরীক্ষাপূর্বক প্রকল্পের আওতায় ইউডিও পদে নিয়োগের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। এছাড়া কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করার বিষয়ে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	১) ২০২০-২১ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পে বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। ২) প্রকল্পের আওতায় ইউডিও পদে নিয়োগের বিষয়ে অ পরীক্ষা নিরীক্ষা করে উপস্থাপন করতে হবে। ৩) প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণের মেয়াদ বৃদ্ধি করা যেতে পারে। বাস্তবায়নেঃ মহাপরিচালক, বিআরডিবি

৬.	**গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প** (বাস্তবায়ন এলাকা:- গাইবান্ধা জেলার গাইবান্ধা সদর, সুন্দরগঞ্জ, গোবিন্দগঞ্জ, পলাশবাড়ী, সাদুল্লাহপুর, সাঘাটা ও ফুলছড়ি উপজেলা)	সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ৪১৭৭.৭৩ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২১ খ্রি: পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট ৯০৬.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। অর্থ বিভাগের সর্বশেষ অর্থ ছাড়/ব্যয়ের পরিকল্পনায় আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৬৭৯.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে। জানুয়ারি, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ৩৩৯.৭৫ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ৩১২.৪৬ লক্ষ টাকা, যা অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত ব্যয় সীমার ৪৫.৯৮%। সভায় নিম্নরূপভাবে জানুয়ারি, ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়: ক) সুবিধাভোগী নির্বাচন: লক্ষ্যমাত্রা ৩৮৮১ জনের বিপরীতে অর্জন ২১৫৪জন। খ) পল্লী উন্নয়ন সমিতি গঠন: লক্ষ্যমাত্রা ৯০টির বিপরীতেঅর্জন ৪৯টি। গ) প্রশিক্ষণ প্রদান: লক্ষ্যমাত্রা ৫০০০ জনের বিপরীতে অর্জন ৩০০০ জন। ঘ) ঋণ বিতরণ: লক্ষ্যমাত্রা ২৫০০ জনের বিপরীতে অর্জন ১৫৬২ জন। ঙ) ঋণ বিতরণ: লক্ষ্যমাত্রা ২০২.৯০ লক্ষ টাকার বিপরিতে অগ্রগতি ৯০.৪০ লক্ষ টাকা। ২। প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের সঞ্চয় সঠিকভাবে আদায় ও ব্যাংক জমার মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। বর্তমানে সঞ্চয়ের পরিমাণ ১৬৬.৮১ লক্ষ টাকা। বছর শেষে সুবিধাভোগীদের জমাকৃত সঞ্চয়ের উপর নির্দিষ্ট হারে ইনসেনটিভ জমা করার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। সভাপতি মহোদয় প্রকল্পের আওতায় কি ধরণের প্রশিক্ষণ দেয়া হয় জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের আওতায় গ্রামীণ ইলেকট্রিশিয়ান, এমব্রয়ডারী, শাকসবজি চাষাবাদ, নার্সারী স্থাপন, গরু মোটতাজাকরণ, হাস-মুরগী পালন, টিভি, ফ্রিজ মেরামত, মোবাইল সার্ভিসিং ইত্যাদি খাতে আইজিএ ভিত্তিক ১৫ দিনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	১) ২০২০-২১ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পে বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। ২) প্রকল্পের শেয়ার সঞ্চয় সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে হবে ৩) বছর শেষে সুবিধাভোগীদের ইনসেনটিভ প্রাপ্তি নিশ্চি করতে হবে। ৪) সুবিধাভোগীরা যেকোন সময় যেন টাকা উত্তোলন কর পারে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বাস্তবায়নেঃ মহাপরিচালক, বিআরডিবি ও প্রকল্প পরিচালক।
৭.	**দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি শীর্ষক প্রকল্প (বাস্তবায়ন এলাকা-সংলগ্নী-৪)**	সভায় জানানো হয়, প্রকল্পটি মোট ২০৬৩৫.০৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০১৯ খ্রিঃ হতে ডিসেম্বর, ২০২৩ খ্রিঃ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট ৫০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। অর্থ বিভাগের সর্বশেষ অর্থ ছাড়/ব্যয়ের পরিকল্পনায় আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৩৭৫০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে। জানুয়ারি, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ২২০৫.৮৮ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ১৮১৭.৫৪ লক্ষ টাকা, যা অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত ব্যয় সীমার ৪৮.৪৭%। সভায় নিম্নরূপভাবে জানুয়ারি, ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়: ক) সুবিধাভোগী নির্বাচন (জরিপ): লক্ষ্যমাত্রা ১,১০,০০০ জন, অর্জন ১০৫৭৯৫ জন। অগ্রগতির হার ৯৬%। ক্রমপুঞ্জিত জরিপ ২০৮২৯৭ জন এবং ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ৯৭%। খ) সদস্য ভর্তি: লক্ষ্যমাত্রা ১,০৫,০০০ জন, অর্জন ৫৩১৩৬ জন। অগ্রগতির হার ৫১%। ক্রমপুঞ্জিত সদস্য ভর্তি ১২০৪১৫ জন এবং ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ৫৭%। গ) প্রাথমিক মহিলা ও পুরুষ (সমন্বিত) দল গঠন: লক্ষ্যমাত্রা ৩০০০ টি, অর্জন ২১৮৩ টি । অগ্রগতির হার ৭৩%। ক্রমপুঞ্জিত দল গঠন ৪৪০৪টি এবং ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ৭৩% । ঘ) প্রশিক্ষণ প্রদান: লক্ষ্যমাত্রা ৬০০ জন (বার্ষিক বরাদ্দ ২৫% কমানোর প্রেক্ষিতে প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা ১১৯০০ জনের বিপরীতে ৬০০ জন নির্ধারিত), অর্জন ৩০০ জন। অগ্রগতির হার ৫০%। ক্রমপুঞ্জিত প্রশিক্ষণ ২০৮৭৮ জন এবং ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ৩৪%। ঙ) সঞ্চয় আদায়: লক্ষ্যমাত্রা ৭১০.০০ লক্ষ টাকা এবং ৫৩৫.১৭ লক্ষ টাকা । অগ্রগতির হার ৭৫%। ক্রমপুঞ্জিত সঞ্চয় আদায় ৭১৩.৭৯ লক্ষ টাকা এবং ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ৫৮% । চ) ঋণ বিতরণ: লক্ষ্যমাত্রা ৬২৮৪ জন, অর্জন ৩৯৫১ জন। অগ্রগতির হার ৬৩%। ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণ ২১৪৭৯ জন, ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ২৮%। ছ) ঋণ আদায়: লক্ষ্যমাত্রা ১১৯২১ জন, অর্জন ১১৯২১ জন। অগ্রগতির হার ১০০% । ক্রমপুঞ্জিত ঋণ আদায় ১১৯২১ জন, ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ১৬%। ছ) প্রদর্শনী প্লট: লক্ষ্যমাত্রা ১৫৩৬ টি, অর্জন ৭৯৯ টি। অগ্রগতির হার ৫২%। ক্রমপুঞ্জিত প্রদর্শনী প্লট ৭৯৯ টি এবং ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ১০%। প্রকল্পের আওতায় পিঁয়াজ, ভুট্টা, ডাল, আদা, হলুদ ইত্যাদি অপ্রধান শস্যের বীজ ডিপিপি অনুযায়ী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার সাথে সমন্বয় করে সংগ্রহ করা হচ্ছে। ৩. প্রকল্পের ঋণ বিতরণ ও ঋণ আদায় কার্যক্রম প্রকল্প দপ্তর থেকে অন লাইনে লাইভ রিপোর্ট সংগ্রহ করা হয়; কোন অসংগতি পরিলক্ষিত হলেই প্রকল্পে কর্মরত উপপ্রকল্প পরিচালক, সহকারী পরিচালকগণ তৎক্ষনাৎ মাঠ পরিদর্শন করে সমস্যা সমাধান করেন। এছাড়াও উপপরিচালক, বিআরডিবি, জেলা দপ্তর এবং ইউআরডিও, বিআরডিবি, উপজেলা দপ্তর এর মাধ্যমে ঋণ বিতরণ ও ঋণ আদায় কার্যক্রম কঠোরভাবে মনিটরিং করা হচ্ছে। ৪. উপপরিচালক, বিআরডিবি, জেলা দপ্তর , ইউআরডিও, বিআরডিবি, উপজেলা দপ্তর এবং প্রকল্পের মাঠকর্মী, শস্য উন্নয়ন কর্মকর্তা ও অপ্রধান শস্য বিশেষজ্ঞের মাধ্যমে ৪% হারে ঋণ শুধুমাত্র অপ্রধান শস্য চাষে বিনিয়োগ নিশ্চিত করা হচ্ছে। প্রতিমন্ত্রী মহোদয় বলেন যে, যারা অপ্রধান শস্য চাষাবাদ আগ্রহী তাদেরকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। তিনি আরও বলেন যে, দেশের অধিকাংশ কৃষি ব্যাংক ৩% হার সুদে অপ্রধান চাষাবাদে ঋণ দেয়। এইসব ব্যাংকে হতে ঋণ নেয়ার বিষয়ে বিআরডিবিকে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সভাপতি মহোদয় গুরুত্বারোপ করেন। প্রকৃত অপ্রধান শস্য কৃষকদের খুঁজে বের করে তাদের ঋণ দিতে হবে। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় ঋণ বিতরণ কার্যক্রম বৃদ্ধির বিষয়ে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	১) ২০২০-২১ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। ২) প্রকল্পের আওতায় ঋণ বিতরণ কার্যক্রম বাড়াতে হবে ৩) প্রকল্পের আওতায় ঋণ বিতরণ ও ঋণ আদায় কার্যক্র জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের তদারকি ও মনিটরিং কার্যক্র জোরদারকরণ করতে হবে। ৪) অপ্রধান শস্য চাষাবাদে আগ্রহী এমন কৃষকদেরকে অগ্রাধিকারপূর্বক ঋণ দিতে হবে। বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বিআরডিবি ও প্রকল্প পরিচালক।
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড):			
৮.	**বার্ডের ভৌত সুবিধাদি উন্নয়ন প্রকল্প** (বাস্তবায়ন এলাকা:- কুমিল্লা জেলার কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলা)	মহাপরিচালক, বার্ড জানান যে, প্রকল্পটি মোট ৪২৬৪.২০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারী, ২০১৭ হতে ডিসেম্বর, ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপিতে ৯৪০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। অর্থ বিভাগের সর্বশেষ অর্থ ছাড়/ব্যয়ের পরিকল্পনায় আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৯৪০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে। জানুয়ারি, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ৪৭০.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ১১৪.৪৬ লক্ষ টাকা, যা অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত ব্যয় সীমার ১২.১৭%। সভায় নিম্নরূপভাবে জানুয়ারি, ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়: ক. হোস্টেল নির্মাণঃ ডিপিপিতে বরাদ্দ ১৩২৫.০০ লক্ষ টাকা, ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৮৫৭.৪৭ লক্ষ টাকা, আর্থিক অগ্রগতি ৬৪.৭১%, বাস্তব অগ্রগতি ৭৯%। ১ম তলা হতে ৪র্থ তলা পর্যন্ত টাইলস ও বৈদ্যুতিক তার টানার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। নীচতলার টাইলস এর কাজ প্রায় সমাপ্ত। ৫ম তলায় বৈদ্যুতিক তার টানার কাজ চলমান। খ. কনফারেন্স হল কাম ক্লাশরুম ভবন নির্মাণঃ ডিপিপিতে বরাদ্দ ৭১০.০০ লক্ষ টাকা, ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৫১৪.৩৬ লক্ষ টাকা, আর্থিক অগ্রগতি ৭২.৪৫%। কনফারেন্স হলের জন্য লিফট আনা হয়েছে। লিফট ব্যতীত অন্যান্য কাজ সম্পন্ন হয়েছে। গ. স্কুল ভবন নির্মাণঃ ডিপিপিতে বরাদ্দ ৩৪২.০০ লক্ষ টাকা, ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ২৮৩.২২ লক্ষ টাকা, আর্থিক অগ্রগতি ৮২.৮১% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। স্কুল ভবনটি হস্তান্তর করা হয়েছে এবং খুব শীঘ্রই চূড়ান্ত বিল প্রদান করা হবে । ঘ. অটোমেশন (সফটওয়্যার উন্নয়ন): ডিপিপিতে বরাদ্দ ১৫০.০০ লক্ষ টাকা, ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১২৮.৮৯ লক্ষ টাকা, আর্থিক অগ্রগতি ৮৫.৯২% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯০%। নেটওয়ার্ক ও হার্ডওয়ার সামগ্রী ক্রয়ের জন্য চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে । ঙ. এক্সটার্নাল কাজঃ ডিপিপিতে বরাদ্দ ২৯৪.০০ লক্ষ টাকা, ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৬৯.৯৮ লক্ষ টাকা, আর্থিক অগ্রগতি ২৩.৮০%, বাস্তব অগ্রগতি ৩০%। বৈদ্যুতিক ক্যাবল এবং সাইট ডেভেলপমেন্ট এর কাজ চলমান রয়েছে। ভবন ও পূর্ত কাজ বুঝে নেয়ার আগে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান-কে ফাইনাল বিল প্রদান না করার বিষয়ে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন।	১) ২০২০-২১ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পে বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। ২) ভবন ও পূর্ত কাজ বুঝে নেয়ার আগে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান-কে ফাইনাল বিল প্রদান করা যাবে না। বাস্তবায়নে: ১) মহাপরিচালক, বার্ড, কুমিল্লা এবং ২) প্রকল্প পরিচালক।

৯.	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী আধুনিকায়ন শীর্ষক প্রকল্প	মহাপরিচালক, বার্ড জানান যে, বার্ডের আধুনিকায়ন প্রকল্পটি মোট ৪৮৫৫.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট ১৫০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। অর্থ বিভাগের সর্বশেষ অর্থ ছাড়/ব্যয়ের পরিকল্পনায় আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৭৫০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে। জানুয়ারি, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ৩৭৫.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ১৮৭.৫০ লক্ষ টাকা, যা অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত ব্যয় সীমার ২৫%। সভায় নিম্নরূপভাবে জানুয়ারি, ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়: প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপিতে লক্ষ ১৫০০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে এডিপিতে ৭৫০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। উক্ত বরাদ্দ থেকে গত ৭ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রি. তারিখে ১ম কিস্তি বাবদ ১৮৭.৫০ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয়। প্রাপ্ত ১ম কিস্তির অর্থ ডিসেম্বর ২০২০-এ ব্যয় করা হয়েছে এবং ২৫ জানুয়ারি, ২০২১ ২য় কিস্তির ১৮৭.৫০ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে। সভায় আরও জানানো হয় যে, প্রকল্পের আওতায় রাস্তার কাজ, ওয়াকওয়ে, বাউন্ডারী ওয়াল এবং হোস্টেলের প্লাম্বিং এর কাজ চলমান রয়েছে। এই সকল নির্মাণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নের পর বিল প্রদানের বিষয়ে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। কনস্ট্রাকশন ঢালাই কাজে সর্বোচ্চ ক্লিংকার সম্বলিত (ওপিসি) সিমেন্ট এবং সিডিউল অনুযায়ী ভাল মানের রড ব্যবহার করার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। এছাড়া একাডেমীর অভ্যন্তরে একটি মাষ্টারপ্ল্যান করার জন্যও সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	১) ২০২০-২১ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পে বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। ২) কনস্ট্রাকশন ঢালাই কাজে সর্বোচ্চ ক্লিংকার সম্বলিত (ওপিসি) সিমেন্ট এবং সিডিউল অনুযায়ী ভাল মানের ব্যবহার করতে হবে। ৩) একাডেমীর অভ্যন্তরে একটি মাষ্টারপ্ল্যান প্রণয়ন করতে হবে। বাস্তবায়নে: ১) মহাপরিচালক, বার্ড, কুমিল্লা এবং ২) প্রকল্প পরিচালক।
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়াঃ			
১০.	**গ্রামীণ জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন এবং আধুনিক নাগরিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত সমবায়ভিত্তিক বহুতল ভবন বিশিষ্ট পল্লী জনপদ নির্মাণ প্রকল্প।** (বাস্তবায়ন এলাকা: (১) বগুড়া জেলার শাজাহানপুর উপজেলা ২) গোপালগঞ্জ জেলার গোপালগঞ্জ সদর উপজেলা ৩) রংপুর জেলার রংপুর সদর উপজেলা ৪) খুলনা জেলার বটিয়াখাটা উপজেলা ৫) সিলেট জেলার দক্ষিণ সুরমা উপজেলা ৬) কক্সবাজার জেলার সদর উপজেলা ৭) বরিশাল বিভাগ: প্রকল্প এলাকা নির্বাচন সম্পন্ন হয়নি; তবে ইতোমধ্যে ২/৩টি এলাকার সম্ভাব্যতা যাচাই সম্পন্ন হয়েছে।	সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ৩৬২৯৮.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ১৪ হতে জুন, ২০১৮ মেয়াদে চলমান ছিল। বর্তমানে প্রকল্পের সংশোধনসহ মেয়াদবৃদ্ধি চলমান রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট ১.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। অর্থ বিভাগের সর্বশেষ অর্থ ছাড়/ব্যয়ের পরিকল্পনায় আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে মোট ১.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে। জানুয়ারি, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে কোন অর্থ অবমুক্ত হয়নি। সভায় নিম্নরূপভাবে জানুয়ারি, ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়: ১) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন মোতাবেক প্রকল্প সংশোধনের উদ্যোগ হিসেবে গত ২৫ নভেম্বর, ২০২০ তারিখ বুধবার অনুষ্ঠিত অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে পল্লী জনপদ নির্মাণ শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্পের ০৩টি বিভাগের (রংপুর, রাজশাহী ও ঢাকা) পূর্তকাজ সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি (ডিপিএম) অনুসরণে বাস্তবায়নের বিষয়টি শর্তসাপেক্ষে ভূতাপেক্ষ অনুমোদন লাভ করে। ২) গত ২১ জানুয়ারী, ২০২১ তারিখে সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে 'পল্লী জনপদ' নির্মাণ শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্পের ০৩টি সাইটের (গোপালগঞ্জ, বগুড়া ও রংপুর) পূর্ত কাজের সারসংক্ষেপ, প্রতিবেদন, স্থিরচিত্র ও ভিডিও ক্লিপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনুমোদনসহ নিম্নরুপ সানুগ্রহ অনুশাসন প্রদান করেন "যে ফ্লাটগুলি ইতোমধ্যে অর্থ জমা দিয়ে যারা ক্রয় করতে প্রস্তুত সেগুলি দ্রুত সম্পন্ন করে হস্তান্তর করার ব্যবস্থা নেয়া হোক। আমি নিজে উপস্থিত থেকে ফ্লাট দিতে চাই এবং উপকারভোগীদের সাথে কথা বলতে চাই। কারণ হলো ফলাফল জানা। এটা সম্পূর্ণ আমার নিজের চিন্তা ও উদ্যোগ তাই এর ফলে মানুষ উপকৃত হবে কিনা জানা একান্ত প্রয়োজন; সে কারণে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে হস্তান্তর প্রয়োজন। এ প্রেক্ষিতে আগামী ১০ এপ্রিল, ২০২১ এর মধ্যে রংপুর বিভাগের পল্লী জনপদ ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করবেন মর্মে নির্ধারিত ঠিকাদার বিএমটিএফ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। প্রকল্পের অনুকূলে ৩০ জুন, ২০১৮ মোট ১৪৭৫০.০০ লক্ষ টাকা ছাড় করা হয় এবং ছাড়কৃত অর্থের মধ্যে ১৪৩৮৬.১৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়। ব্যয়িত অর্থে বরিশাল বিভাগ ব্যতিত অপর ছয়টি বিভাগে 'পল্লী জনপদ' নির্মাণের লক্ষ্যে জমি ক্রয়/অধিগ্রহণ করা হয়। এছাড়াও ছাড়কৃত অর্থে রংপুরে ৯০%, রাজশাহী ৪৫%, ঢাকা ২০% ও খুলনা বিভাগের প্রকল্প এলাকার ৫% পূর্ত কাজ সম্পন্ন হয়েছে।	১) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন মোতাবেক প্রকল্প সংশোধনের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। ২) অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি'র অনুমোদনের প্রেক্ষিতে পূর্তকাজ ক্রয়ের বিষয়ে প্রয়োজনী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৩) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন বাস্তবায়নে যে ফ্লাটগু ইতোমধ্যে অর্থ জমা দিয়ে যারা ক্রয় করতে প্রস্তুত সেগু দ্রুত সম্পন্ন করে হস্তান্তরে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হ বাস্তবায়নেঃ ১) মহাপরিচালক, আরডিএ, বগুড়া, ২) প্রকল্প পরিচালক এবং ৩) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
১১.	পানি সাশ্রয়ী আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও বিস্তার এবং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ধানের ফলন বৃদ্ধি শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প (বাস্তবায়ন এলাকা: সংলগ্নী-৬)	সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ৩৯৬৩.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এপ্রিল, ২০১৫ হতে জুন, ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট ৩৪.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। অর্থ বিভাগের সর্বশেষ অর্থ ছাড়/ব্যয়ের পরিকল্পনায় আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৩৪.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে। জানুয়ারি, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে কোন অর্থ অবমুক্ত হয়নি। সভায় নিম্নরূপভাবে জানুয়ারি, ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়: ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে এখন পর্যন্ত অর্থ ছাড় না হওয়ায় সঠিক সময়ে উপকারভোগীদের উপকরণ প্রদান করা সম্ভব হয়নি তবুও প্রকল্প বাস্তবায়নের স্বার্থে বাঁকীতে ডিলার ও বিএডিসি থেকে বীজ নিয়ে প্রকল্পের কার্যক্রম মোটামুটি ভাবে চলমান রাখা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের কর্মচারীদের ০৭ (সাত) মাস যাবৎ বেতন ভাতাদি প্রদান করা সম্ভব হয়নি বিধায় মাঠ পর্যায়ে হতাশার সৃষ্টি হওয়ায় কার্যক্রমে বিঘ্ন ঘটছে। রবি/২০২০-২১ মৌসুমে ৫টি মাদার ট্রায়েলসহ ১৫০টি উপ-প্রকল্প এলাকায় প্রদর্শনী বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে। আরডিএ খামার এলাকায় রবি/২০২০-২১ মৌসুমের প্রদর্শনী বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান। ২) গত ২৫/১১/২০২০ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত ডিপিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে প্রকল্পের বাজেটের আওতায় আন্তঃখাত সমন্বয় পূর্বক পুনর্গঠিত আরডিপিপি পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ হতে ১২/০১/২০২১ ইং তারিখে প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হয়। প্রকল্প মেয়াদে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাস্তবায়ন কার্যক্রম শতভাগ সম্পন্ন করার বিষয়ে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	১) প্রকল্প মেয়াদে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাস্তবায়ন কার্যক্রম শতভাগ সম্পন্ন করতে হবে। ২) দ্রুত অর্থ ছাড়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বাস্তবায়নেঃ মহাপরিচালক, আরডিএ, বগুড়া এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।
১২.	**পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), রংপুর স্থাপন প্রকল্প** বাস্তবায়ন এলাকা:- রংপুর জেলার তারাগঞ্জ উপজেলা	সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ১৩৯১০.৫৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে অক্টোবর, ২০১৪ হতে জুন, ২০২২ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট ১.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। অর্থ বিভাগের সর্বশেষ অর্থ ছাড়/ব্যয়ের পরিকল্পনায় আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে মোট ১.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে। জানুয়ারি, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে কোন অর্থ অবমুক্ত হয়নি। সভায় জানানো হয় যে, ১) ২০২০-২১ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। তবে অর্থ ছাড় না হওয়ায় প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি না হলেও বাস্তব কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় প্রদর্শনী খামারের বিভিন্ন ইউনিট (ফসল, পোল্ট্রী, মৎস্য ও কৃষি পণ্য প্রসেসিং ইউনিট) বেসরকারী অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে প্রদর্শনী কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২) প্রকল্পের অনুকূলে ২৭৭৯.৫৭ লক্ষ টাকা থোক বরাদ্দ পাওয়া গেছে।মন্ত্রণালয় হতে Endorsement করা হয়েছে। ৩) পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ) রংপুর প্রকল্পের আওতায় সকল আইটেম এর টেন্ডার প্রক্রিয়াকরণ কার্যক্রম সম্পন্ন করার বিষয়ে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। টেন্ডার কার্যক্রম সম্পন্ন হলে প্রকল্পের আওতায় অর্থ ছাড়ের বিষয়ে সচিব মহোদয় গুরুত্বারোপ করেন।	১) ২০২০-২১ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পে বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। ২) পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ) রংপুর প্রকল্পের আওতায় সকল আইটেম এর টেন্ডার প্রক্রিয়াকরণ সম্পন্ন করতে হবে। বাস্তবায়নেঃ ১) মহাপরিচালক, আরডিএ, বগুড়া, ২) প্রক পরিচালক । ৩) টেন্ডার কার্যক্রম সম্পন্ন করার পর প্রকল্পের আওতায় অর্থ ছাড়ের উদ্যোগ নিতে হবে। বাস্তবায়নেঃ ১) মহাপরিচালক, আরডিএ, বগুড়া, ২) প্রক পরিচালক । ৩) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।

১৩.	**জামালপুরে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ শীর্ষক প্রকল্প।** (বাস্তবায়ন এলাকা: জামালপুর জেলার মেলান্দহ উপজেলা)	সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ১৫৫৫.৬৮ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট ১১২১.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। অর্থ বিভাগের সর্বশেষ অর্থ ছাড়/ব্যয়ের পরিকল্পনায় আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে মোট ১১২১.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে। জানুয়ারি, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ৪৯২.৫০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ৩৭১.৯০ লক্ষ টাকা, যা অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত ব্যয় সীমার ৩৩.১৭%। সভায় নিম্নরূপভাবে জানুয়ারি, ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়: ১. ক) ভূমি উন্নয়নের জন্য মাটি ভরাটের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সীমানা প্রাচীরের কাজ, মেইন গেট ও গার্ড রুমের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রশাসনিক কাম অনুষদ ভবনের রং ফিনিশিং কাজ চলমান রয়েছে। ক্যাফেটেরিয়া ভবন সহ বিনোদন কেন্দ্রের রং ফিনিশিং কাজ চলমান রয়েছে। সাধারন হোষ্টেল (পুরুষ) এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সাধারন হোষ্টেল (মহিলা) এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। মহাপরিচালকের বাংলোর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ইউনিট সমূহের স্ট্রাকচার কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর রং ও ফিনিশিং কাজ চলমান রয়েছে। মসজিদের স্ট্রাকচার কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর রং ও ফিনিশিং কাজ শেষ পর্যায়ে। বারান্দার কাজ ৯৫% সম্পন্ন হয়েছে। রাস্তা/জনপথের কাজ ৯৭% সম্পন্ন হয়েছে। পানি নিস্কাশন ও অবকাঠামো কাজ ৭০%সম্পন্ন হয়েছে। স্বাস্থ্যব্যবস্থা এবং পানি সরবরাহের কাজ ৯৫%সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের অন্যান্য কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় স্কুল ভবন, ডরমিটরী, ওয়ার্কশপ কাম ট্রেনিং সেন্টার ও ক্রপ সেড নির্মাণের টেন্ডার আহ্বানের বিষয়ে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	১) ২০২০-২১ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। ২) প্রকল্পের আওতায় স্কুল ভবন, ডরমিটরী, ওয়ার্কশপ ট্রেনিং সেন্টার ও ক্রপ সেড নির্মাণের টেন্ডার আহ্বানের বিষয়ে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। বাস্তবায়নেঃ মহাপরিচালক, আরডিএ, বগুড়া, ২) প্রকল্প পরিচালক ।
১৪.	**বগুড়া জেলার সারিয়াকন্দি ও সোনাতলা উপজেলার চর অধিবাসীদের দারিদ্র্য হতে উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প** (বাস্তবায়ন এলাকা: বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি ও সোনাতলা উপজেলা)	সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ৩০৫৫.৭০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই,২০১৭ হতে জুন,২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট ৮৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। অর্থ বিভাগের সর্বশেষ অর্থ ছাড়/ব্যয়ের পরিকল্পনায় আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৮৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে। জানুয়ারি, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে কোন অর্থ অবমুক্ত হয়নি। সভায় নিম্নরূপভাবে জানুয়ারি, ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়: উপকারভোগী সদস্যদের মাঝে ষ্টাইপেন্ড সুবিধা চলমান রয়েছে। ICT ভিত্তিক গবাদিপ্রাণীর সকল প্রকার চিকিৎসা ও রেজিষ্ট্রেশন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।উপকারভোগী সদস্যদের মাঝে বিতরণকৃত গবাদিপ্রাণির (গরু ও ছাগল) তদারকি কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। উন্নত জাতের ঘাসের চাষ অব্যাহত রয়েছে,তাছাড়া ২০টি চপিং মেশিন প্রদানের মাধ্যমে গবাদীপ্রাণির খাদ্য সরবরাহ ও সংরক্ষণ কাজ চলমান। ১৬টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক স্থাপনের মাধ্যমে উপকারভোগী সদস্যদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা হচ্ছে। ৯টি সোলার প্যানেলের মাধ্যমে বিশুদ্ধ ও নিরাপদ পানি সরবরাহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ৮টি ইনকিউবেটর (দুগ্ধ বাজারজাতকরণ ইউনিট) এর মাধ্যমে দই ও মিষ্টি জাতীয় পণ্য উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণ চলমান রয়েছে। প্রকল্প এলাকার মানুষের যাতায়াত এবং মালামাল বহন করার জন্য উপকারভোগী সদস্যদের মাঝে ৮টি চরে গাড়ী সরবরাহ করা হয়েছে। ডিপিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে প্রকল্পের আন্ত:খাত সমন্বয়ের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। গত ১০.০১.২০২১ খ্রি: এবং ০৮.০২.২০২১ খ্রি: তারিখে আইএমইডি'র প্রতিবেদনের আলোকে মতামতসহ সুস্পস্ট ব্যাখ্যা মন্ত্রণালয়ে পাওয়া গেছে। এ প্রতিবেদন আইএমইডিতে প্রেরণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। প্রকল্পের আওতায় অর্থ ছাড়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	১) ২০২০-২১ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তব কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, আরডিএ, বগুড়া ও প্রকল্প পরিচালক। ২) প্রকল্পের আওতায় দ্রুত অর্থ ছাড়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, আরডিএ, বগুড়া ও প্রকল্প পরিচালক এবং উন্নয়ন শাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ। ৩) আইএমইডি'র প্রতিবেদন ও সুপারিশ এর আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
১৫.	**সৌর শক্তি চালিত সেচ পদ্ধতির মাধ্যমে দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্প** (বাস্তবায়ন এলাকা: সংলগ্নী-৭)	সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ৩৯৮৯.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট ৯৬৪.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। অর্থ বিভাগের সর্বশেষ অর্থ ছাড়/ব্যয়ের পরিকল্পনায় আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৭২৩.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে। জানুয়ারি, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ১৮০.৭৫ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ৪৭.৩৯ লক্ষ টাকা, যা অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত ব্যয় সীমার ৬.৫৫%। সভায় নিম্নরূপভাবে জানুয়ারি, ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়: প্রকল্পের আওতায় চলতি অর্থ বছরে ৮টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের বিপরীতে ১টি এলাকায় সৌরশক্তি নির্ভর সেচ পদ্ধতি ও এর বহুমুখী ব্যবহারের মাধ্যমে দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণের জন্য নির্মাণ/স্থাপন কাজ চলমান রয়েছে (মাইঠা, বরগুনা সদর, বরগুনা) যা প্রায় শেষ পর্যায়ে। করোনাকালীন সময়ে প্রাপ্ত বরাদ্দ না থাকায় এবং সেচ মৌসুম শুরু হওয়ায় উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ডাউন পেমেন্ট পাওয়া যায়নি। বর্তমানে আরো ২টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কৃষক গ্রুপ হতে ডাউন পেমেন্ট পাওয়া গিয়েছে (চামটা, ঝালকাঠি সদর, ঝালকাঠি ও মধুপাড়া, পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়)। ঐ উপ-প্রকল্প ২টিতে নির্মাণ কাজ আগামী সপ্তাহে শুরু করা সম্ভব হবে। ২০২০-২১ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করার বিষয়ে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	২০২০-২১ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। বাস্তবায়নেঃ প্রকল্প পরিচালক।
১৬.	**কুড়িগ্রাম ও জামালপুর জেলার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য হ্রাসকরণ শীর্ষক প্রকল্প** (বাস্তবায়ন এলাকা:- কুড়িগ্রাম জেলার: রাজারহাট, চিলমারী, নাগেশ্বরী জামালপুর জেলার: মেলান্দহ, মাদারগঞ্জ, ইসলামপুর, দেওয়ানগঞ্জ)	সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ২০৩২৪.৩১ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট ৫৬০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। অর্থ বিভাগের সর্বশেষ অর্থ ছাড়/ব্যয়ের পরিকল্পনায় আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৪৪৩৯.৭৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে। জানুয়ারি, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ২২১৯.৮৪ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ১৮১২.৬০ লক্ষ টাকা, যা অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত ব্যয় সীমার ৪০.৮৩%। সভায় নিম্নরূপভাবে জানুয়ারি, ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়: ক) কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কেন্দ্র স্থাপনের জন্য জমি অধিগ্রহণ: লক্ষ্যমাত্রা- ০৮টি, অর্জন -০৩টি সম্পন্ন হয়েছে এবং আরও ০৫টি আগামী মার্চ, ২০২১ মাসের মধ্যে সম্পন্ন হবে। খ) সুফলভোগী নির্বাচন: লক্ষ্যমাত্রা- ১০টি ইউনিয়ন, অর্জন- ০৯টি ইউনিয়ন। গ) সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান: লক্ষ্যমাত্রা- ১০০ জন, অর্জন- ১০০ জন। ঘ) সুফলভোগীদের মধ্যে গরু বিতরণ: লক্ষ্যমাত্রা- ৯৪৫টি, অর্জন- ৬৩০টি । ২) গরু বিতরণের কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়ন এবং মহাপরিচালক, আরডিএ, বগুড়া মহোদয় সরাসরি নিজেই তদারকী করছেন। বায়োগ্যাস প্লান্ট ও সড়কবাতি স্থাপন আগামী অর্থ বছরে বাস্তবায়ন করা হবে। জামালপুর জেলার চারটি উপজেলার এ পর্যন্ত ভূমি অধিগ্রহণ কাজের অগ্রগতি: ১। মেলান্দহ উপজেলার জমির মূল্য ও ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রাক্কলন অনুমোদনের পত্র পাওয়া গেছে এবং তা পূর্বের টাকা থেকে সমন্বয় করে টাকা পরিশোধ করার জন্য পত্র প্রদান করা হয়েছে এবং খুব শীঘ্রই দখল হস্তান্তর করবে। ২। মাদারগঞ্জ উপজেলার জমির সেল কালেকশনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে, তা মূল্য নির্ধারণ করে প্রাক্কলনের অনুমোদনের চিঠি পাওয়া যাবে। ৩। ইসলামপুর উপজেলার জমির দখল হস্তান্তরনামার কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ভূমি উন্নয়নের জন্য ডিজিটাল সার্ভের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ৪। দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার জমির নতুন করে মন্ত্রণালয় থেকে প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গেছে, ডিসি অফিসে প্রস্তাব দেওয়ার জন্য সকল কাগজপত্র প্রস্তুত করা হয়েছে। কুড়িগ্রাম জেলার চারটি উপজেলার ভূমি অধিগ্রহণ কাজের অগ্রগতি : ১। নাগেশ্বরী উপজেলার জমির দখল হস্তান্তর কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ভূমি উন্নয়নের জন্য ডিজিটাল সার্ভের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ২। রাজারহাট উপজেলার জমির দখল হস্তান্তর কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ভূমি উন্নয়নের জন্য ডিজিটাল সার্ভের কাজ ও সম্পন্ন হয়েছে। ৩। উলিপুর উপজেলার জমির আগামী সপ্তাহে দখল হস্তান্তরের কাজ সম্পন্ন হবে এবং ভূমি উন্নয়নের জন্য ডিজিটাল সার্ভের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এবং ৪। চিলমারী উপজেলার আগামী সপ্তাহে দখল হস্তান্তরের কাজ সম্পন্ন হতে পারে এবং ভূমি উন্নয়নের জন্য ডিজিটাল সার্ভের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় বিতরণকৃত গরুর তালিকা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য সভাপতি মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন।	১) ২০২০-২১ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তব কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। ২) প্রকল্পের আওতায় বিতরণকৃত গরুর তালিকা মন্ত্রণাল প্রেরণ করতে হবে। বাস্তবায়নেঃ মহাপরিচালক, আরডিএ এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।
সমবায় অধিদপ্তরঃ			

১৭.	**উন্নত জাতের গাভী পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্প** (বাস্তবায়ন এলাকা: সংলগ্নী-৮)	প্রকল্পটি মোট ১৫১৫৭.০৩ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট ৫৬৪.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। অর্থ বিভাগের সর্বশেষ অর্থ ছাড়/ব্যয়ের পরিকল্পনায় আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৪২৩.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে। জানুয়ারি, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ২১১.৫০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ১৭০.৮৬ লক্ষ টাকা, যা অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত ব্যয় সীমার ৪০.৩৯%। সভায় জানানো হয় যে, ক) প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ঋণ প্রাপ্ত ১০,০০০ জন সুবিধাভোগীর নাম, ঠিকানা, এনআইডি নম্বর, চেক নং ও তারিখ ইত্যাদি তথ্য তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। খ) প্রকল্প সমাপ্তির পরবর্তী কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্তে আবর্তক তহবিল পরিচালন নির্দেশিকা প্রণয়ন করে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত নির্দেশিকার উপর গত ১১/০১/২০২১খ্রি: তারিখে আবর্তক ঋণ সহায়তা তহবিল সংক্রান্ত নির্দেশিকা পর্যালোচনা সভা পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে অনুষ্ঠিত হয়েছে। গ) আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় গরু ক্রয়ের তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে যা যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ঘ) প্রকল্পের বিনিয়োগকৃত ঋণের অর্থ এবং সুবিধাভোগী কর্তৃক আদায়কৃত সার্ভিস চার্জের অর্থ স্ব স্ব জেলা ও উপজেলা সমবায় অফিসারের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। ঙ) চলমান প্রকল্পের এ পর্যন্ত ২৯.১২ কোটি টাকা ঋণ আদায় হয়েছে এবং সার্ভিস চার্জ ৩.০১ কোটি টাকা আদায় হয়েছে। নিবন্ধক ও মহাপরিচালক মহোদয় বলেন যে, প্রকল্পের আবর্তক ঋণ তহবিলের নীতিমালা অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এ নীতিমালা পরীক্ষা নিরীক্ষাপূর্বক অনুমোদনের বিষয়ে সচিব মহোদয় গুরুত্বারোপ করেন। প্রতিমন্ত্রী মহোদয় প্রকল্পের আওতায় গরু ক্রয়ের তালিকা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন।	১) ২০২০-২১ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তব কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। ২) গরু ক্রয়ের তালিকা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। বাস্তবায়নে: নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।
১৮.	**কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে গঙ্গাচড়া উপজেলায় ডেইরী সমবায়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প** (বাস্তবায়ন এলাকা:-রংপুর জেলার গঙ্গাচড়া উপজেলা)	সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ২৩৮৯.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৬ খ্রি. হতে জুন, ২০২১খ্রি. মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট ৫৩.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। অর্থ বিভাগের সর্বশেষ অর্থ ছাড়/ব্যয়ের পরিকল্পনায় আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৫৩.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে। জানুয়ারি, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে কোন অর্থ অবমুক্ত হয়নি। সভায় জানানো হয় যে, ১. (ক) সুবিধাভোগী নির্বাচনঃ লক্ষ্যমাত্রা ১৬০ জনের বিপরীতে অর্জন ১৬০ জন । (খ) প্রশিক্ষণ প্রদানঃ লক্ষ্যমাত্রা ৭১৬ জন-অর্জন ৪৬ জন । (ঘ) ঋণ আদায়ঃ লক্ষ্যমাত্রা ২৮১.০০ লক্ষ টাকা, জানুয়ারী,২০২১ পর্যন্ত আদায় ১৭৪.৩০ লক্ষ টাকা । আদায়ের হার ৬২ % । ২. প্রকল্পের ঋণ বিতরণ ও ঋণ আদায় কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে । ৩. প্রকল্পের আওতায় এ যাবৎ প্রদত্ত ২৭৯৫ জনের গরু ক্রয়ের তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রকল্পের সফলতা ও এক্সিট প্ল্যান বিবেচনায় নিয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) মহোদয় সভায় গুরুত্বারোপ করেন। প্রকল্পের আওতায় সঠিকভাবে ঋণ বিতরণের বিষয়ে এবং গরু ক্রয়ের তালিকা মন্ত্রণালয়ের প্রেরণের বিষয়ে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	১) ২০২০-২১ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তব কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। ২) প্রকল্পের আওতায় ঋণ বিতরণ ও ঋণ আদায় কার্যক্র সুষ্ঠুভাবে পরিচালন করতে হবে। ৩) প্রকল্পের আওতায় এ যাবৎ পর্যন্ত গরু ক্রয়ের তালিব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। বাস্তবায়নেঃ নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্ত এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।
পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন(পিডিবিএফ):			
১৯.	**হাজামজা/পতিত পুকুর পুনঃখননের মাধ্যমে সংগঠিত জনগোষ্ঠির পাট পঁচানো পরবর্তী মাছ চাষের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন শীর্ষক প্রকল্প** (বাস্তবায়ন এলাকা:- সংলগ্নী-১০)	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ জানান যে, প্রকল্পটি মোট ৩৯৬৭.৪৬ লক্ষ (জিওবি: ৩৪০৭.৪৬; পিডিবিএফ নিজস্ব: ৫৬০.০০) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট ১০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। অর্থ বিভাগের সর্বশেষ অর্থ ছাড়/ব্যয়ের পরিকল্পনায় আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৫০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে। জানুয়ারি, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে কোন অর্থ অবমুক্ত হয়নি। ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিম্নরূপভাবে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের অগ্রগতি সভাকে অবহিত করেন: ক) সুবিধাভোগী নির্বাচনঃ লক্ষ্যমাত্রা ২৮১০ জনের বিপরীতে অর্জন ৯৭৭ জন। ক্রমপুঞ্জিত সদস্য নির্বাচন ৭২৯৬ জন। (খ) প্রশিক্ষণ প্রদানঃ প্রকল্পের শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত মোট ১৩৩ ব্যাচের মাধ্যমে ৩৩২৫ জনের মধ্যে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে। (গ) ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রাঃ ঋণ বিতরণ: লক্ষ্যমাত্রা ২৮১০ জন-অর্জন ১৮১৪ জন। চলতি অর্থ বছরে ২৮১০ জনের মধ্যে মোট ৫৬২.১৩ লক্ষ টাকা (জিওবি: ১০২.১৩ পিডিবিএফ নিজস্ব: ৪৬০.০০) লক্ষ টাকা বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। ঘূর্ণায়মান তহবিলের মাধ্যমে চলতি বছরে ৭২৯.৮৯ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণের পরিমাণ ২৬৫৪.৬৬ লক্ষ টাকা এবং ঋণ বিতরণের অগ্রগতির হার ১০০%। (ঘ) সঞ্চয়ের মাধ্যমে মূলধন গঠন: লক্ষ্যমাত্রা ১০০.০০ লক্ষ টাকা। অর্জন ৮৪.৬৫ লক্ষ টাকা। ক্রমপুঞ্জিত সঞ্চয়ের মাধ্যমে মুলধন গঠন ৩৪১.৫৪ লক্ষ টাকা। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ সভায় বলেন যে, প্রকল্পের সংশোধন/সমাপ্তকরণের বিষয়ে আইএমইডি'র মতামত গ্রহণের বিষয়ে যোগাযোগ করা হয়েছে। আইএমইডি মৌখিকভাবে জানিয়েছেন যে, পুকুর খনন কম্পোনেন্ট বাদ দিয়ে প্রকল্প সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। সচিব মহোদয় দ্রুততম সময়ে পিআইসি সভা আহ্বান করে প্রকল্প সংশোধনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন।	১) ২০২০-২১ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তব কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। ২) আইএমইডি'র মতামতের প্রেক্ষিতে প্রকল্প সংশোধনে উদ্যোগ নিতে হবে। এজন্য দ্রুততম সময়ে পিআইসি সভ আহ্বান করতে হবে। বাস্তবায়নেঃ ১) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ ২) প্রকল্প পরিচালক এবং ৩) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
২০.	**প্রান্তিক এবং ক্ষুদ্র কৃষকদের শস্য সংগ্রহ পরবর্তী সহযোগিতার মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প।** (বাস্তবায়ন এলাকা:- সংলগ্নী-১১)	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ জানান যে, প্রকল্পটি মোট ৭০০৬.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট ১৫৯৬.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। অর্থ বিভাগের সর্বশেষ অর্থ ছাড়/ব্যয়ের পরিকল্পনায় আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে মোট ১৫৯৬.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে। জানুয়ারি, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ৩৯৯.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ৩৮৪.২৮ লক্ষ টাকা, যা অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত ব্যয় সীমার ২৪.০৭%। সভায় নিম্নরূপভাবে প্রকল্পের আওতায় ২০২০-২১ অর্থ বছরের জানুয়ারি, ২০২১ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বাস্তবায়ন অগ্রগতি অবহিত করা হয়: ১. ক) সুবিধাভোগী নির্বাচনঃ লক্ষ্যমাত্রা ৫৪৮০ জনের বিপরীতে অর্জন ২৫০০ জন। (খ) দল গঠনঃ লক্ষ্যমাত্রা ১০৯৬ টির বিপরীতে অর্জন ৫০০টি। (গ) প্রশিক্ষণ প্রদানঃ লক্ষ্যমাত্রা ৮৪৫০ জন, অর্জন ২১৫০ জন। (ঘ) ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ১৬৪৪.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে অর্জন ১৯৯৫.৬০ লক্ষ টাকা। ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণের পরিমান ৯০৬৪.৯৩ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও ঋণ বিতরণের বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	১) ২০২০-২১ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তব কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। ২) প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও ঋণ বিতরণ কার্যক্রম দ্রুত শুরু করতে হবে। বাস্তবায়নেঃ প্রকল্প পরিচালক।
২১.	**বাংলাদেশের প্রত্যন্ত ও চর এলাকায় সৌরশক্তি উন্নয়ন প্রকল্প।** (বাস্তবায়ন এলাকা:- রংপুর জেলার রংপুর সদর ও গঙ্গাচড়া উপজেলা এবং লালমনিরহাট জেলার হাতিবান্ধা উপজেলা)	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ জানান যে, প্রকল্পটি ৩৩০৮.৪২ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মার্চ, ২০১৮ থেকে জুন, ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট ৬৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। অর্থ বিভাগের সর্বশেষ অর্থ ছাড়/ব্যয়ের পরিকল্পনায় আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৬৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে। জানুয়ারি, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে কোন অর্থ অবমুক্ত হয়নি। সভায় নিম্নরূপভাবে প্রকল্পের অগ্রগতি অবহিত করা হয়: সুবিধাভোগী নির্বাচনঃ চলতি বছরে ৩৩২১টি সোলার হোম সিস্টেম বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। চলতি বছরের সুফলভোগী নির্বাচনের কাজ চলমান রয়েছে। সোলার হোম সিস্টেম বিতরণ ও স্থাপনঃ চলতি ২০২০-২১ অর্থ বছরে প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী মোট ৩৩২১টি সোলার হোম সিস্টেম বিতরণ ও স্থাপন করা হবে। শুরু থেকে জানুয়ারি, ২০২১ পর্যন্ত মোট ৯২৭৯টি সোলার হোম সিস্টেম বিতরণ ও স্থাপন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলেন যে, প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তনের লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প পরিচালকের নিয়োগের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	১) ২০২০-২১ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তব কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। বাস্তবায়নেঃ প্রকল্প পরিচালক। ২) পিডিবিএফ হতে প্রস্তাব পাওয়ার প্রেক্ষিতে নতুন প্রক পরিচালক নিয়োগ প্রদান করতে হবে। বাস্তবায়নে: ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।

২২.	**আলোকিত পল্লী সড়কবাতি প্রকল্প (বাস্তবায়ন এলাকা:-দেশের ৮টি বিভাগের ১৩টি জেলার ১৭টি উপজেলা।**	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ জানান যে, প্রকল্পটি ৪৮৪৭.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৯ থেকে জুন, ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট ২৫০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। অর্থ বিভাগের সর্বশেষ অর্থ ছাড়/ব্যয়ের পরিকল্পনায় আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে মোট ১২৫০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে। জানুয়ারি, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ৩০৮.৭৫ লক্ষ টাকা। এখনও কোন অর্থ ব্যয় হয়নি। সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি জুলাই, ২০১৯ হতে নির্ধারণ থাকলেও মূলত প্রকল্পটি অক্টোবর, ২০১৯ সালে পরিকল্পনা কমিশন হতে অনুমোদন পায় এবং ৩০ অক্টোবর, ২০১৯ সালে প্রশাসনিক অনুমোদন লাভ করে। এছাড়াও জানুয়ারী, ২০২০ সালে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ সম্পন্ন হয়। বৈশ্বিক মহামারি করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর কারণে প্রকল্পের মূল কার্যক্রম এখনও শুরু করা সম্ভব হয়নি এবং গত অর্থ বছরে কোন অর্থ ছাড় হয়নি। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট ২৫০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। ইতোমধ্যে গত ২২ ডিসেম্বর, ২০২০খ্রি: তারিখে প্রকল্পের আওতায় ১ম কিস্তি বাবদ ৩০৮.৭৫ লক্ষ টাকা ছাড়করা হয়েছে। প্রকল্পের মূল কার্যক্রম শুরু করার জন্য ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয় হতে প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গেছে। ২) যথাশীঘ্রই টেন্ডার (ইজিপি) আহবান করা হবে। চলতি মাসে প্রকল্পের আওতায় বার্ষিক ক্রয় ও কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী টেন্ডার (ইজিপি) প্রক্রিয়া শুরু করা হবে। প্রকল্পের আওতায় টেন্ডার(ইজিপি) আহ্বান প্রক্রিয়াকরণ সম্পন্ন করার বিষয়ে সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া পিআইসি ও পিএসসি সভা আহ্বানপূর্বক প্রকল্প সংশোধনের বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। কুমিল্লা জেলার লাকসাম এবং রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলা অন্তর্ভূক্ত পূর্বক ডিপিপি সংশোধনের বিষয়ে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	১) ২০২০-২১ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তব কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। ২) প্রকল্পের আওতায় টেন্ডার আহ্বান করতে হবে। ৩) পিআইসি ও পিএসসি সভা আহ্বানপূর্বক প্রকল্প সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। ৪) কুমিল্লা জেলার লাকসাম এবং রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেল অন্তর্ভূক্ত পূর্বক ডিপিপি সংশোধন করতে হবে। বাস্তবায়নেঃ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।
বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড(মিল্ক ভিটা):			
২৩.	**সিরাজগঞ্জের বাঘাবাড়ি ঘাটে গুঁড়ো দুগ্ধ কারখানা স্থাপন প্রকল্প** (বাস্তবায়ন এলাকা:- সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলা)	ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানান যে, প্রকল্পটি মোট ১০৫৯৩.২৩ (জিওবি ইক্যুইটি: ৭৯৪৪.৭৭, মিল্ক ভিটা নিজস্ব তহবিল : ২৬৪৮.৪৬) লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০১৫ হতে ডিসেম্বর, ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপিতে কোন বরাদ্দ রাখা হয়নি। প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, ১) প্রকল্পের আওতায় আমদানীকৃত মেশিনারীজ প্রকল্প এলাকায় পৌঁছেছে এবং Installation &Commissioning কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পের ষ্টীল স্ট্রাকটার বিল্ডিং সম্পন্ন হয়েছে। বৈদ্যুতিক ক্যাবল লাইন স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামো'র প্রায় ৯০% সম্পন্ন হয়েছে এবং রাস্তা নির্মানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় সেমিনার ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে ক্রয়কৃত মেশিনারীজের ইন্সটলেশন, কমিশনিং এবং পরীক্ষামূলক উৎপাদনের জন্য নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে সমাপ্ত হবার কথা ছিল। কিন্তু বিশ্বব্যাপী মহামারী কোভিড-১৯ এর কারণে জার্মানী, ইতালী, লিথুনিয়া ও ভারত কোন প্রকৌশলী/টেকনিশিয়ান আসতে পারছেনা। তদুপরি নিকটতম প্রতিবেশী দেশ ভারতের সাথে বাংলাদেশের ট্রাভেল পারমিশন না থাকায় SSP PVT LIMITED কর্তৃক এক বছর সময় বৃদ্ধি এবং স্পেশাল ভিসা প্রদানের ব্যবস্থাকরণের জন্য আবেদন করেছেন। যা ইতোমধ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ডিপিপি ও টেন্ডার স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার বিষয়ে সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। ২) ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ০১ (এক) বছর বৃদ্ধির বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের আদেশ এ বিভাগে পাওয়া গেছে। প্রশাসনিক আদেশ জারির বিষয়ে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	১) কর্মপরিকল্পনা ও লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। ২) ডিপিপি ও টেন্ডার স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে হবে। বাস্তবায়নে: ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মিল্ক ভিটা ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক। বাস্তবায়নে: প্রকল্প পরিচালক। ৩) ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ০১ (এক) বছর বৃদ্ধির বিষয়ে প্রশাসনিক আদেশ জারি করতে হবে। বাস্তবায়নে: পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
২৪.	**দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে চট্টগ্রামের পটিয়ায় দুগ্ধ কারখানা স্থাপন প্রকল্প** (বাস্তবায়ন এলাকা: চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলা)	ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানান যে, প্রকল্পটি মোট ৪৭৯৪.২২ (জিওবি ক্যুইটি : ৩৩০৬.৫৫, মিল্কভিটা নিজস্ব : ১৪৮৭.৬৭) লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারী, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট ১.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। অর্থ বিভাগের সর্বশেষ অর্থ ছাড়/ব্যয়ের পরিকল্পনায় আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে মোট ১.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে। জানুয়ারি, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে কোন অর্থ অবমুক্ত হয়নি। সভায় জানানো হয় যে, ১) প্রকল্পের আওতায় পিক-আপ, মটর সাইকেল, মিল্ক ট্যাংকার ও কাভার্ড ভ্যান ক্রয় করা হয়েছে এবং প্রকল্পের কাজে নিয়োজিত রয়েছে। প্রকল্পের মেশিনারীজ আমদানির লক্ষ্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনে Notification of Award (NOA) জারী, চুক্তি স্বাক্ষর, ক্রয়াদেশ জারী ও এলসি খোলা হয়েছে। ২৫/০২/২০২০ এবং ০৯/০৯/২০২০ তারিখে প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধনের (আন্ত:খাত) জন্য প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মেশিনারীজ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে কারখানা বিল্ডিং ও ইউটিলিটি সার্ভিস বিল্ডিং লে-আউট প্লান পাওয়া গিয়েছে। সে মোতাবেক দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। প্রকল্পের বাউন্ডারী ওয়াল তৈরির কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। প্রকল্পের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। ২) গত ০৪ জানুয়ারি, ২০২১ তারিখে প্রকল্পের আন্ত:খাত সমন্বয়ের বিষয়ে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, প্রকল্পের কারখানা বিল্ডিং ও ইউটিলিটি সার্ভিস বিল্ডিং নির্মাণের টেন্ডার বাতিল করা হয়েছে এবং Retender করা হয়েছে। এ বিষয়ে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) বলেন যে, ঠিকাদার এর কার্যাদেশ বাতিল করার তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। প্রকল্পের অনুকূলে ৯৭৯.১১ লক্ষ টাকা থোক বরাদ্দ পাওয়া গেছে। ৩) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত করার জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	১) ২০২০-২১ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তব কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। ২) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত করতে হ ৩) ডিপিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরবর্তী কার্যক্র গ্রহণ করতে হবে। ৪) কার্যাদেশ বাতিলের তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। বাস্তবায়নেঃ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মিল্ক ভিটা ও সংশ্লি প্রকল্প পরিচালক।

২৫.	**বৃহত্তর ফরিদপুরের চরাঞ্চল এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন ও দুগ্ধের বহমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণ কারখানা স্থাপন প্রকল্প** (ফরিদপুর জেলার ফরিদপুর সদর উপজেলা)	ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানান যে, প্রকল্পটি মোট ৩৫৪৪৯.৬৮(জিওবি অনুদান : ৩২৯৭৬.১৮, মিল্কভিটা নিজস্ব : ২৪৭৩.৫০) লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট ৮০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। অর্থ বিভাগের সর্বশেষ অর্থ ছাড়/ব্যয়ের পরিকল্পনায় আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৪৯২৩.৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে। জানুয়ারি, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ১৮৭৮.১৭ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ৭৯.২০ লক্ষ টাকা, যা অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত ব্যয় সীমার ১.৬১%। সভায় নিম্নরূপভাবে প্রকল্পের অগ্রগতি অবহিত করা হয়: ২) টেকেরহাটে মিল্ক ইউনিয়নের নিজস্ব জমিতে কারখানা স্থানান্তরের জন্য মাষ্টার প্লানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ৩) মাষ্টার প্লানটি অধিকতর স্পষ্টীকরণে ডিজিটাল সার্ভের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ৪) রাস্তা দখলমুক্তকরণ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ৫) প্রকল্প সংশোধনের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ৬) প্রকল্পের আরডিপিপি অনুমোদন না হওয়া পর্যন্ত প্রকল্পের বিভিন্ন ধরণের কমিটি ও দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সম্মানী ভাতা মিল্কভিটা নিজস্ব তহবিল হতে বহন করা হবে। প্রকল্পের আওতায় অন্যান্য বাস্তব অগ্রগতি নিম্নরূপ: ১) সরবরাহ ও সেবা: ক) ২.০০ লক্ষ টাকার সার (কোড- ৩২৫১১০৫) এবং ৬.০০ লক্ষ টাকার বীজ ও উদ্ভিদ (অস্ট্রেলিয়ান জাম্বো ঘাস) কোড-৩২৫১১০৯ ক্রয়ের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। খ) ৬.০০ লক্ষ টাকা প্রাণি টিকা ও ঔষধ (কোড-৩২৫১১০২) এবং ৪.০০ লক্ষ টাকার বীজ (হিমায়িত সিমেন, কোড-৩২৫১১০৯) ক্রয়ের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে । ২) মূলধন : ক) ৭৫০.০০ লক্ষ টাকার বিশেষায়িত গাড়ী (মিল্ক ট্যাংকার, আইসক্রিম ফ্রিজিং ভ্যান, মিল্ক কাভার্ড ভ্যান-রেফ্রিজারেটেড ও নন রেফ্রিজারেটেড, রেফ্রিজারেটেড কাভার্ড ভ্যান) কোড-৪১১২১০১ ক্রয়ের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। খ) ১১০.৪৫ লক্ষ টাকার ফার্ম কুলার প্লান্ট (৫০০০ লি: ধারণক্ষমতা সম্পন্ন, কোড-৪১১২৩১৬) ক্রয়ের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। ৫০০ লিটার ধারণক্ষমতা সম্পন্ন ফার্মকুলার প্লান্ট এর পরিবর্তে Milk Mini Plant স্থাপন করা যেতে পারে। প্রতিমন্ত্রী মহোদয় প্রকল্পের আরডিপিপি সংশোধন কার্যক্রমের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। কারখানা স্থাপনে মাষ্টারপ্ল্যান কার্যক্রমের অগ্রগতি না হওয়ায় সভায় অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। এছাড়া রাস্তা নির্মাণের বিষয়ে প্রস্তাব প্রেরণের বিষয়ে সভাপতি মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। সচিব মহোদয় প্রকল্পের আরডিপিপি দ্রুত সংশোধনের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন।	১) ২০২০-২১ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তব কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। ২) টেকেরহাটে কারখানা স্থাপনের মাষ্টার প্ল্যান করতে হ ৩) মাষ্টারপ্ল্যানটি অধিকতর স্পষ্টীকরণে ডিজিটাল সার্ভে মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে। ৪) প্রকল্পের আরডিপিপি দ্রুত সংশোধন করতে হবে। ৫) রাস্তা নির্মাণের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। ৬) ৫০০ লিটার ধারণক্ষমতা সম্পন্ন ফার্মকুলার প্লান্ট এর পরিবর্তে Milk Mini Plant স্থাপন করতে হবে। ৭) প্রকল্প পরিচালক-কে এ প্রকল্প বাস্তবায়নে অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। বাস্তবায়নেঃ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মিল্ক ভিটা ও সংশ্লি প্রকল্প পরিচালক
জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট প্রকল্প:			
২৬.	**জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলার জন্য চিরিরবন্দর ও খানসামা উপজেলা এলাকার গুরুত্বপূর্ণ স্থান ও রাস্তাসমূহে সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন প্রকল্প** (বাস্তবায়ন এলাকা: দিনাজপুর জেলার চিরিরবন্দর ও খানসামা উপজেলা)	প্রকল্পটির অনুকূলে মোট ৪০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে জানুয়ারি, ২০২১ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ২০০.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ১৯৮.৬৬ লক্ষ টাকা, যা মোট বরাদ্দের ৪৯.৬৭% এবং প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে অনুযায়ী ইতোমধ্যে ৫১৭টি সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন কাজ আগস্ট, ২০২০ মাসে সম্পন্ন হয়েছে, যার বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। প্রকল্পের শতভাগ কাজ সমাপ্ত হলেও অবশিষ্ট দুই কিস্তি বাবদ ২০০.০০ লক্ষ টাকা পাওয়া যায়নি। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট নীতিমালা অনুযায়ী অবশিষ্ট দুই কিস্তি বাবদ ২০০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে ইতোমধ্যে ৩য় কিস্তি বাবদ ১০০.০০ লক্ষ টাকা ছাড়ের প্রস্তাব বিসিসিটিতে প্রেরণ করা হয়েছে। সকল কার্যক্রম সমাপ্ত করে ডিসেম্বর, ২০২১ মাসের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রেরণ করা হবে। ৪র্থ কিস্তি অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব বিসিসিটিতে প্রেরণ করার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করার বিষয়ে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	১) লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্প করতে হবে। ২) ৪র্থ কিস্তি অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব বিসিসিটিতে প্রেরণ করা হবে। বাস্তবায়নে: ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ এবং প্রক পরিচালক।
২৭.	**জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলার জন্য কুমারখালী ও খোকসা উপজেলা সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন প্রকল্প (**কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী ও খোকসা উপজেলা)	প্রকল্পটি মোট ৯৯.৮৭১৮ লক্ষ (বিসিসিটি:৯৯.৮৭১৮) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে জুন, ২০২০ পর্যন্ত সময়ে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ২৪.৯৬ লক্ষ টাকা, ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৫৫.০৩%। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট নীতিমালা অনুযায়ী অবশিষ্ট ০৩ কিস্তি বাবদ ৭৪.৯০৩৮৫ লক্ষ টাকার মধ্যে ইতোমধ্যে ২য় কিস্তি বাবদ ২৪.৯৬৭৯৫ লক্ষ টাকা ছাড়ের প্রস্তাব এ বিভাগে পাওয়া গেছে। যাচাইঅন্তে তা বিসিসিটি-তে প্রেরণ করা হবে। প্রকল্পের আওতায় মোট ১২৯টি সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপনের বিপরীতে ইতোমধ্যে ৭১টি সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে জুন, ২০২১ মাসের মধ্যে শতভাগ কাজ সমাপ্ত করে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রেরণ করা সম্ভব হবে। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করার বিষয়ে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। বাস্তবায়নে: ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ এবং প্রক পরিচালক।
২৮.	**গ্রীন হাউজ গ্যাস নি:সরণ কমানোর লক্ষ্যে মৌলভীবাজার জেলার অন্তর্গত জুড়ী ও বড়লেখা উপজেলায় কার্বন নির্গমন হ্রাস ও পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প**	প্রকল্পটি বাংলাদশে জলবায়ু পরর্বিতন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে মোট ৫০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে অক্টোবর, ২০২০ হতে জুন, ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য ও উদ্দশ্যে হলো প্রকল্প এলাকায় মোট ৩৭৩টি সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন করা। প্রকল্পটির অনুকূলে মোট ৫০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে জানুয়ারি, ২০২১ পর্যন্ত কোন অর্থ অবমুক্ত হয়নি। প্রকল্পটির মূল কার্যক্রম হিসেবে সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপনের ক্রয় প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে প্রকল্পের মূল কাজ অর্থাৎ সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন কাজ শুরু করা হবে। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করার বিষয়ে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	

বিবিধ সিদ্ধান্তঃ

১) বরাদ্দবিহীনভাবে অননুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহের মধ্যে যেসব প্রকল্পসমূহ পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক পিইসি সুপারিশকৃত এবং অর্থ বিভাগ কর্তৃক জনবল সুপারিশকৃত সেসব প্রকল্পসমূহ চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।

২) ২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপিতে নতুন অননুমোদিত প্রকল্পের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের মধ্যে যেসকল প্রকল্পের ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়নি সেসব প্রকল্পের ডিপিপি দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে: সকল সংস্থা প্রধান।**

৩) ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রতি তিন মাস অন্তর সকল প্রকল্পের পিআইসি/পিএসসি কমিটির সভা নিয়মিতভাবে আহবান করতে হবে। সকল প্রকল্পের পিআইসি কমিটির সভার তালিকা কার্যবিবরণী প্রাপ্তির ০৪ (চার) কর্মদিবসের মধ্যে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে: পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং সকল সংস্থা প্রধান ও সকল প্রকল্প পরিচালক।

৪) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের পক্ষ হতে চলমান প্রকল্পসমূহ সুপারভিশন ও মনিটরিং জোরদার করতে হবে। এছাড়া প্রকল্প পরিচালকগণ ও সংস্থা প্রধানগণ নিয়মিত প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন দ্রুত এ বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করবেন।

বাস্তবায়নে: পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং সকল সংস্থা প্রধান ও সকল প্রকল্প পরিচালক।

৫) উন্নয়ন প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নকালে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিনিধিসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। আগামী ২-৩ অর্থ বছরে কি কি নতুন প্রকল্প নেয়া যেতে পারে তার তালিকা প্রণয়ন করতে হবে।

বাস্তবায়নে: সকল সংস্থা প্রধান।

৬) দপ্তর/সংস্থাসমূহের পরিকল্পনা সেলে পর্যাপ্ত পরিমাণ জনবলের সংস্থান রাখতে হবে; পরিকল্পনা সেলকে স্ট্রেনদেনিং করতে হবে এবং পরিকল্পনা সেলের কাজের গতি বাড়াতে হবে।

বাস্তবায়নে: সকল সংস্থা প্রধান।

৭) অঞ্চল ভিত্তিক নতুন প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নিতে হবে। এক্ষেত্রে Infrastructure Project এর পরিবর্তে Livelihood Project গ্রহণের বিষয়ে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

বাস্তবায়নে: সকল সংস্থা প্রধান।

৮) বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া এবং বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমী কর্তৃক ভবিষ্যতে নতুন প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রায়োগিক ও গবেষণামূলক প্রকল্প গ্রহণের বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে।

৯) বিআরডিবি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি (২য় পর্যায়) প্রকল্পটি জুন, ২০২১ এ এবং গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্পটি ডিসেম্বর, ২০২১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত রয়েছে। প্রকল্প দুইটির সফলতা বিবেচনায় নিয়ে সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক বৃহৎ পরিসরে পর্যায়ভিত্তিক প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নিতে হবে।

বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বিআরডিবি।

১০) চলমান প্রকল্পসমূহের মধ্যে যে সব প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সফল হয়েছে সেসব প্রকল্পসমূহে নতুন নতুন প্রকল্প এলাকা অন্তভুক্তিপূর্বক প্রকল্পসমূহ সম্প্রসারণ করতে হবে।

বাস্তবায়নেঃ সকল সংস্থা প্রধান ও পউসবি।

১১) জুন, ২০২১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্পসমূহের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থের শতভাগ অবমুক্তকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে: সকল সংস্থা প্রধান ও পউসবি এবং অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

বাস্তবায়নেঃ সকল সংস্থা প্রধান।

৬.০। সভায় আর কোন আলোচ্যসূচি না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বপন ভট্টাচার্য্য
প্রতিমন্ত্রী

স্মারক নম্বর: ৪৭.০০.০০০০.০৩৭.০৬.০৪৬.২০.১২

তারিখ: ১৮ ফাল্গুন ১৪২৭
০৩ মার্চ ২০২১

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) মোঃ রাশিদুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
২) যুগ্মসচিব, উন্নয়ন অধিশাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
৩) যুগ্মসচিব, পরিকল্পনা অধিশাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
৪) প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের দপ্তর, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
৫) সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
৬) সকল সংস্থা প্রধান ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকগণ, বিআরডিবি, ঢাকা/সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা/আরডিএ, বগুড়া/বার্ড, কুমিল্লা/পিডিবিএফ, ঢাকা/বাপার্ড, গোপালগঞ্জ/মিল্ক ভিটা, ঢাকা/এসএফডিএফ, ঢাকা।

মোহাম্মদ আরিফুল হক
সিনিয়র সহকারী সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব)